স্বাধীনতা ও আমি

ইউনিট ২

ভূমিকা

শূন্যতা থেকে ঈশ্বর এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী সৃষ্টি করার মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর সর্বময় ক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রেমময় পিতার এই সৃষ্টি কর্ম দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। কারণ একেক সৃষ্টি একেক রকম সৌন্দর্য প্রকাশ করে। প্রতিটি সৃষ্টি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সৌন্দর্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করছে। মানুষকে তিনি সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে অনন্য করে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে কিন্তু একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের কোন মিল নেই। সম্পূর্ণ আলাদা করেই তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করে তিনি তাদের দিয়েছেন স্বাধীনতা। যেন সেই স্বাধীনতা দিয়ে মানুষ নিজেকে চিনতে পারে। আমার আমিকে গভীরভাবে জানতে পারে। মানুষ যখন নিজেকে গভীরভাবে চিনতে ও জানতে পারে তখন নিজের সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের ও অন্যের সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : স্বাধীনতায় নিজেকে জানা
পাঠ-২.২ : নিজেকে জানার উপায়
পাঠ-২.৩ : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য
পাঠ-২.৪ : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও তার বৈশিষ্ট্য
পাঠ-২.৫ : ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ফলাফল
পাঠ-২.৬ : মানুষের সাথে সম্পর্ক ও তার প্রয়োজনীয়তা
পাঠ-২.৭ : সুসম্পর্ক রক্ষার উপায়
পাঠ-২.৮ : সেবা কাজে আত্ম নিবেদন
পাঠ-২.৯ : খ্রিষ্টের আত্মদান ও বৈশিষ্ট্য

পাঠ-২.১ স্বাধীনতায় নিজেকে জানা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- নিজেকে জানার পথ জানবেন।
- নিজেকে জানার মধ্য দিয়ে অন্যের সেবা করার গুরুত্ব জানবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**খ্রিষ্টবিশ্বাসী**

২ করিন্থিয় ঃ ১৩:৫

"তোমরা নিজেদের যাচাই ক'রে দেখ যে, তোমরা সত্যিই খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মতো দিন কাটাচ্ছ কিনা। নিজেদের একবার পরীক্ষা ক'রেই দেখ! তোমরা কি এই কথা বুঝতে পারছ না যে, খ্রিষ্টযীশু তোমাদের অন্তরে রয়েছেন – অবশ্য ওই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো যোগ্যতা তোমাদের যদি থাকে!"

অনুধ্যান ঃ স্বাধীনতাই সর্বোত্তম - কিন্তু সেই স্বাধীনতা হচ্ছে নিজস্ব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি (এ্যালবার্ট হুবার্ড)। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে নিজেকে জানা। দার্শনিক সক্রেটিস বলেছেন "নিজেকে জানো"। নিজেকে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর সকল জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিগণ নিজেদের ভালোভাবে চিনেছেন। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করে প্রত্যেক মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সেই বৈশিষ্ট্যই একজন মানুষকে অন্য মানুষ থেকে আলাদা করেছে। মানুষ নিজেকে চিনতে পারে বলেই সমাজের জন্য সেবা কাজ করতে পারে। নিজেকে আবিষ্কার করার মতো বড় আবিষ্কার আর কিছু নেই। আগে নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখতে হবে। তাহলেই পৃথিবীর সকল নিয়মকে উপলব্ধি করতে পারা যাবে। সবচেয়ে বড় দৈন্য হচ্ছে নিজেদের মনের দৈন্য। জীবনে কোন সীমাবদ্ধতা যদি আমি নিজে তৈরি না করি। তাই নিজেকে জানা হচ্ছে মানবসত্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। আত্মসম্মান, আত্মজ্ঞান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ এই তিনটি গুণ মানুষকে শক্তিমান করে তুলতে পারে। আমি কে? এই পৃথিবীতে আমি কেন এলাম? কোথা থেকে এলাম? কোথায় যাবো? কি করব? এই প্রশ্নের উত্তর জানা অত্যন্ত জরুরি। চিত্তের একাগ্রতার মাধ্যমে নিজের ভিতরের প্রকৃত আমিকে খুঁজে বের করলেই দেখা যাবে নিজের ভিতরেই নিহিত আছে নিজের স্বপ্ন পূরণের প্রকৃত ক্ষমতা ও সামর্থ্য। পৃথিবীতে নিজের অবস্থান সৃষ্টি করতে হলে যোগ্যতার প্রমাণ করতে হবে।

মনে রাখি ঃ পৃথিবীতে নিজের অবস্থান সৃষ্টি করতে হলে যোগ্যতার প্রমাণ করতে হবে।

শব্দটীকা ঃ আত্মসম্মান - নিজের প্রতি সম্মান, আত্মজ্ঞান - নিজের সম্বন্ধে ধারণা, আত্মনিয়ন্ত্রণ - নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার ৫টি সবল ও ৫টি দুর্বল দিক খাতায় লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

মানুষ নিজেকে চিনতে পারে বলেই সমাজের জন্য সেবা কাজ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রত্যেক ব্যক্তির কী রয়েছে?

ক) চেহারা খ) প্রকাশ

গ) বৈশিষ্ট্য ঘ) পরিবেশ।

২। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে?

i) মনুষ্যত্ব ii) বন্ধন iii) নিজস্বতা

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। পৃথিবীতে নিজের অবস্থান সৃষ্টি করতে হলে কী প্রমাণ করতে হবে?

ক) যোগ্যতা **খ)** শক্তি

গ) স্বাস্থ্য **ঘ)** পরিবেশ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

অতুল একজন সমাজ সেবক। অন্যের জন্য নিবেদিত প্রাণ। গ্রামের ভাঙা সাঁকোটি ঠিক করতে গিয়ে অন্য পাড়ার সাথে বিবাদ হয়। সবাই বলেছে এই কাজটি পারবে না। কিন্তু অতুলের ছিল দৃঢ় মনোবল।

ক) মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের উপায় কী?

খ) মানুষের কাজ করতে গেলে প্রত্যেকের কী মনে রাখতে হবে?

গ) সমাজকে উন্নত করতে গিয়ে অতুল কোন ধরনের বাঁধার সম্মুখীন হয়?

ঘ) অতুলের মতো আমাদের কেমন আচরণ করতে হবে; সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১: ১. গ ২. গ ৩. ক

পাঠ-২.২ নিজেকে জানার উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- নিজেকে জানার মাধ্যমে কীভাবে ঈশ্বরকে জানা যায় তা জানবেন।
- নিজের সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সচেতনতা**

সামসঙ্গিত ১৩৯

তুমি তো আমায় জানো, ওগো ভগবান;
তলিয়ে দেখেছ তুমি আমার অন্তর!
কখন যে উঠি আমি, কখন যে বসি, সবই জানো তুমি;
আমার মনের কথা দূর থেকে বুঝে ফেল তুমি।
কখন সে চলি আমি, কখন যে শুই, সবই তো লক্ষ্য কর তুমি;
তুমি বুঝতেই পার আমার সকল গতিবিধি।
ওষ্ঠপ্রান্তে কোন কথা আসার আগেই
সবই জানতে পার, ওগো ভগবান।
তুমি তো আমায় ঘিরে রাখ সামনে পিছনে চারদিকে;
বাহুর বেষ্টনী দিয়ে আমায় আগলে রাখ তুমি।
তোমার এই কত অপরূপ! তা আমার বুদ্ধির অতীত;
তা এতই উচ্চ স্তরের, আমি তার নাগাল পাই না।

অনুধ্যান ঃ আমাদের মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিজের সাদৃশ্যে এবং মানুষকে দিয়েছেন স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানুষকে করে তোলে একজন নৈতিক ব্যক্তি হিসেবে। প্রত্যেক মানুষের আছে তার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকাশভঙ্গি ও মূল্যবোধ। মানুষ নিজেকে জানার মাধ্যমে নিজের সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। নিজেকে জানার মাধ্যমে ঈশ্বরকেও জানতে পারে। অনেক সময় সমালোচনা আমাদের অনেক বড় করে তুলে। দুঃখজনক ব্যাপার এই যে, দুর্বল পাপী মানুষ বলে অনেক সময় যা সে ঘৃণা করে তা-ই সে করে বসে এবং যা সে করতে চায় তা করে না। এভাবে নিজের মধ্যেই সে বিরোধ অনুভব করে, যার ফলে সমাজ জীবনে জন্ম নেয় নানা ধরনের অশান্তি। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ কী রকম আচরণ বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া করবে সে সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন নিজেকে জানা। নিজেকে জানার জন্য কিছু উপায় রয়েছে। কয়েকটি উপায় সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

- **আত্মসচেতনতা ঃ** নিজেকে জানার প্রথম ধাপ হলো নিজের সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আমি কে? আমার সবল দিক ও দুর্বল দিক খুঁজে বের করা।
- **আত্মবিশ্বাস ঃ** আত্মবিশ্বাস হচ্ছে নিজেকে ও নিজের সামর্থ্যক বিশ্বাস করা। আত্মবিশ্বাসই সাহায্য করে মানুষের ভিতরের বিভিন্ন সক্ষমতা বা নৈপুণ্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং মনে সাহস জোগায় সমস্যার সমাধানের সময়ে আর সাফল্য লাভের জন্য।

- **গঠনমূলক সমালোচনা ঃ** নিজেকে জানার জন্য অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনা খুবই সাহায্য করে। কেননা এই সমালোচনার মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের ভালো-মন্দ দিকগুলো স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।
- **আত্মমূল্যায়ন ঃ** যে কোন কাজ করার পর আত্মমূল্যায়ন করে দেখা যায় নিজের সবল ও দুর্বল দিকগুলি। পরবর্তীতে নিজের দুর্বল দিকগুলোকে সবল করার চেষ্টা করতে পারি। এভাবেই সবল দিকগুলো বাড়িয়ে তুলতে পারি।
- **শিক্ষা ঃ** শিক্ষা মানুষকে আত্মজ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের আচরণের পরিবর্তন ঘটে।
- **প্রশিক্ষণ ঃ** শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়াও প্রয়োজন। কারণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা সহজেই নিজেদের চিনতে ও জানতে পারি এবং একজন পরিপক্ব মানুষ হতে পারি।
- **নিজের দোষ-গুণের তালিকা প্রস্তুত করা ঃ** ব্যক্তি নিজে এবং অন্যদের সাহায্যে নিজের দোষ ও গুণের তালিকা প্রস্তুত করতে পারে। তাহলে নিজের সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা লাভ করা যায়।

মনে রাখি ঃ আমি আমার সম্বন্ধে যা জানিনা, ঈশ্বর তা জানেন ও তিনিই আমাকে ঠিক পথে পরিচালনা করতে সাহায্য করেন। শিক্ষা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আত্মজ্ঞান বাড়ে।

শব্দটীকা ঃ নাগাল - আয়ত্তে, ভগবান – স্রষ্টা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**নিজেকে জানা যায় - এমন ২টি পথ সম্পর্কে লিখুন।**

সারসংক্ষেপ

নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে জানা যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ঈশ্বর মানুষকে সবচেয়ে বেশি কী করে সৃষ্টি করেছেন?

ক) বুদ্ধিমান খ) চিন্তাশীল

গ) বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ঘ) আকর্ষণীয় ও বুদ্ধিমান।

২। আমরা সচেতন হই -

ক) সতর্কতা দ্বারা খ) অন্যের দ্বারা

গ) নিজেকে জানার দ্বারা ঘ) শিক্ষার দ্বারা।

৩। সৃষ্টিকর্তা আমাদের জানতে পারে -

i. সবকিছু ii. কাজ iii. কথা

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বকুল ছাত্র হিসেবে ভালই ছিল। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে, বিদ্যালয়ে তার আর পড়া হয়ে ওঠেনি। উপরন্তু সে বিভিন্ন অসৎ কাজে লিপ্ত হয়। একদিন মোটামুটি জোর করেই তার বাবা-মা তাকে গির্জায় নিয়ে গেল, সেখানে ফাদার পরিমলের উপদেশ শুনে বকুলের আমূল পরিবর্তন হলো।

ক) মানুষের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

খ) সমালোচনা মানুষকে কেমন করে ফেলে?

গ) বকুলের জীবনে পরিবর্তনের ফলাফল সমাজকে ভালো করতে কীভাবে সাহায্য করবে - ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) সমাজে প্রত্যেকটি মা-বাবার ভিতর কোন ধরনের সচেতনতা থাকলে সমাজের অপরাধ দূর হবে বলে আপনি মনে করেন - বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২: ১. ঘ ২. গ ৩. ক

পাঠ-২.৩ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- প্রত্যেকটি মানুষ যে অনন্য তা জানবেন।
- প্রত্যেক মানুষের শক্তি ও বুদ্ধি ভিন্ন, তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**অন্যতম, একক**

রোমীয় ১২ : ৩-৬

ঈশ্বর আমাকে যে-আধ্যাত্মিক দায়িত্ব দিয়েছেন, সেই দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের প্রত্যেককেই বলছি: নিজের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উঁচু ধারণা পোষণ ক'রো না; বরং তোমাদের অন্তরে ঈশ্বর যাকে যেমন খ্রিষ্টবিশ্বাস দিয়েছেন তোমরা সেই মতোই নিজেদের সম্বন্ধে সমীচীন ধারণা পোষণ কর! কারণ আমাদের এই এক দেহে যেমন অনেকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে এবং সকল অঙ্গের কাজ যেমন এক নয়, আমরাও তেমনি এক হয়েও খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলনাবদ্ধ বলেই একদেহ, এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে আমরা পরস্পরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আমাদের প্রত্যেকের প্রতি ঈশ্বরের স্বতন্ত্র অনুগ্রহ অনুসারে আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন-ভিন্ন আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী।

অনুধ্যান ঃ আমরা ঈশ্বরের একক ও অনন্য সৃষ্টি। কেননা পিতা ঈশ্বর আমাদের আলাদা বা ভিন্ন করেই সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তির ভিন্নতাই হলো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য। আমাদের সকলেরই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। প্রত্যেক মানুষের যেমন ভিন্ন চেহারা, ভিন্ন রূপ, ভিন্ন বাচনভঙ্গি, ভিন্ন গুণ, ভিন্ন প্রতিভা ও ভিন্ন প্রকাশভঙ্গি রয়েছে। ঠিক তেমনি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভিন্ন শক্তিও রয়েছে। যার গুণে একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষের ভিন্নতা চেনা যায়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কারণেই মানুষ হয়ে ওঠে একক ও অনন্য। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মানুষকে অন্যান্য বস্তু ও ব্যক্তি থেকে আলাদা করে রেখেছে। মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য মানুষকে অনন্য করে রেখেছে। একটি বাস্তব উদাহরণের মধ্য দিয়ে বিষয়টি সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার ধারণা পেতে পারি। ডাক্তার মিনা একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ডাক্তার। তার নিজের ডাক্তারী পেশার উপর একটা আত্মবিশ্বাস আছে। এই আত্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তিনি তার রোগীদের চিকিৎসা করেন। একবার গুরুতর অসুস্থ একজন রোগী তার কাছে আসে। সে রোগীটি বিভিন্ন ডাক্তারের চিকিৎসায় সুস্থ হতে পারে নি। কিন্তু ডাক্তার মিনা নিজের আত্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেন রোগীর চিকিৎসা করেন এবং রোগীটি সুস্থ হয়ে ওঠে। এতেই রোগীটির আত্মীয় ডাক্তার মিনার কাছে, তাদের আগের ডাক্তারদের বদনাম করে। ডাক্তার মিনা তাদের মানসিকভাবে সাহায্য দিয়ে বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ব্যক্তি স্বাতন্ত্র রয়েছে। সব মানুষের হিসাব, চলা, কাজ করার ধরন, কথা ভিন্ন। ভিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্য ডাক্তার মিনা তার নিজের পথে, তার ডাক্তারী কাজ পরিচালনা করেছেন।

মনে রাখি ঃ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরের একটি অন্যতম সৃষ্টি।

শব্দটীকা ঃ নিজস্ব - নিজের, ধরন - রকম

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আত্মবিশ্বাস কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।**

সারসংক্ষেপ

আত্মবিশ্বাস আমাদের নতুন পথে, কাজের দিকে নিয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যক্তির ভিন্নতা হলো -

ক) অনন্য খ) আলাদা

গ) একই ঘ) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য।

২। ডাক্তার মিনা কেমন চিকিৎসক ছিলেন?

ক) নম্র খ) আত্মবিশ্বাসী

গ) ভদ্র ঘ) অমায়িক।

৩। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য গুণে মানুষ হয়ে ওঠে-

i. আত্মবিশ্বাসী ii. একক iii. সুস্থ

কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

দিপক খুব ভালো ছাত্র। ন্যায়-নীতি নিয়ে চলে। তার পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তির কাছে সে খুব প্রিয়। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে খুব ভালোবাসে। দিপক সবসময় মনে করে যে তাকে প্রতিটি মানুষের জন্য নিবেদিত থাকতে হবে। মা তাকে বলেছিল - তুমি শুধু নিজের জন্য নয় বরং অন্যের জন্যেও জন্মগ্রহণ করেছ।

ক) শক্তি ক্ষমতা মানুষকে কী করে?

খ) দিপকের চরিত্রের ইতিবাচক দিক গুলি কী?

গ) দিপকের চিন্তাধারার একটি বাস্তব উদাহরণ দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩: ১. ঘ ২. খ ৩. ক

পাঠ-২.৪ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তার বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে জানবেন।
- ঈশ্বরের অন্যতম সৃষ্টি সম্পর্কে জানবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**ভিন্নতা, সৃষ্টি**

১ যোহন ১২:৪-১১

নানা দিব্য জ্ঞান আছে, তবে যিনি তা দিয়ে থাকেন, সেই পবিত্র আত্মা কিন্তু এক। নানা সেবাকর্মও আছে, তবে যাঁকে সেবা করা হয়, সে প্রভু কিন্তু এক। কর্মক্রিয়াও আছে, তবে সকলের অন্তরে সব কিছুই যিনি ক'রে থাকেন, সেই স্বয়ং প্রভু কিন্তু এক। ঐশ আত্মাকে প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রত্যেককে দেওয়া হয় সকলেরই মঙ্গলের জন্যে। একজনকে পবিত্র আত্মা দান করেন প্রজ্ঞার ভাষা, আর একজনকে সেই পবিত্র আত্মা দান করেন ধর্মজ্ঞানের ভাষা। অন্য একজনকে সেই আত্মা দান করেন পরম বিশ্বাস। কাউকে আবার সেই একই আত্মা দান করেন রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, অন্য কাউকে নানা আত্মিক শক্তির স্বরূপ বিচার করার ক্ষমতা, অন্য কাউকে নানা অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, অন্য কাউকে আবার সেই সব ভাষা বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু সমস্ত কিছু সেই এক ও অদ্বিতীয় আত্মারই কাজ। তাঁর আপন ইচ্ছা মতো তিনি এক-একজনকে এক-এক বিশেষ শক্তি দিয়ে থাকেন।

অনুধ্যান ঃ প্রত্যেক মানুষ মানুষই অন্য থেকে আলাদা। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। এই পরিচয়ই মানুষকে আলাদা করে রেখেছে। প্রতিটি মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির, এই ভিন্ন প্রকৃতিই তাকে ভিন্ন করে গড়ে তুলেছে। প্রতিটি মানুষ ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর অধিকারী। এই ভিন্ন গুণাবলীর কারণে মানুষ অনন্য হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ও রুচির মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। প্রত্যেক মানুষই স্বাধীন হয়ে গড়ে উঠেছে। স্বাধীনভাবে চলার মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ পরিচয় গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক মানুষকে ঈশ্বর বিশেষ দান দিয়েছেন। যার কারণে মানুষ অন্যের মঙ্গল সাধন করতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন পেশা নির্বাচনের মধ্য দিয়েও মানুষ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধ প্রকাশ করে থাকে। প্রত্যেক মানুষ তার নিজ নিজ ধর্ম পালনের মধ্য দিয়েও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে থাকে। ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কারণে আমরা পরস্পরের কাছে এতটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠি। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

শারীরিক গঠন ও আকৃতিগত পার্থক্য ঃ এই পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কারো সাথে কারো কোন মিল নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিই আলাদা।

আত্মপরিচয় ঃ প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব পরিচয় রয়েছে। নাম, ঠিকানা, বংশ পরিচয়, পেশা ইত্যাদির মধ্য দিয়েও তার আত্মপরিচয় প্রকাশ পায়।

নিজস্ব গুণাবলী ঃ পিতা ঈশ্বর প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন গুণ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। গুণের দ্বারাই একজন আরেকজন থেকে আলাদা।

মূল্যবোধ ঃ মূল্যবোধ হচ্ছে নীতি বা আচরণের একগুচ্ছ মানদণ্ড; কোন বিশেষ একটি সমাজে বসবাসরত মানুষজন এই নীতিগুলোর প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব উপলব্ধি করে।

স্বাধীনতা ঃ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষ তার সত্ত্বা নিয়ে এক স্বাধীন মানুষ হয়ে ওঠে। কেননা ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যেন মানুষ সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ভালো-মন্দ বিচার করে কাজ করতে পারে।

পেশা ঃ ভালো ভাবে বেঁচে থাকার জন্যে আমাদের কোনো না কোনো পেশা বেছে নিতে হয়। পেশা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে থাকি।

বিশ্বাস ঃ ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়েও আমরা একক ও অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হই। কারণ ধর্মবিশ্বাস আমাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

মনে রাখি ঃ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণে আমরা ঈশ্বরের এক অনন্য সৃষ্টি।

শব্দটীকা ঃ বৈচিত্র - বিভিন্ন রকম

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য দলে আলোচনা করুন।**

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তির ভিন্নতা সমাজের ভিন্ন ভিন্ন পেশা, মানসিকতা তৈরি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ব্যক্তিস্বতন্ত্র্য মানুষকে কী করে রেখেছে?
ক) আলাদা ও আসল
খ) একক ও অনন্য
গ) অহংকারী ও প্রতাপশালী
ঘ) আলাদা ও অহংকারী।

২। মানুষের প্রকৃতির ভিন্নতা মানুষকে কী করেছে?
i. একা করেছে ii. পরিচয় দিয়েছে iii. অনুসরণ করেছে
কোনটি সঠিক?
ক) i
খ) ii
গ) iii
ঘ) i, ii ও iii

৩। আমরা অন্যের কাছে আকর্ষণীয় কেন?
ক) গুণাবলির কারণে
খ) ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের কারণে
গ) বৈচিত্র্যের কারণে
ঘ) ভিন্নতার কারণে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

ডাক্তার গোমেজ খুব ভালো চিকিৎসক। নিজের সম্বন্ধে তিনি সবসময় সচেতন। তিনি অন্যান্য ডাক্তারদের মতো নন। রোগীর জন্য যা দরকার সবই তিনি করেন। সমাজের প্রতিটি কাজেই তিনি সাহায্য করার চেষ্টা করেন। মানুষের মঙ্গল সাধনই তার প্রধান লক্ষ্য।

ক) অলসতা মানুষকে কী করে?
খ) আমরা কেন ঈশ্বরের অন্যতম সৃষ্টি?
গ) ডাক্তার গোমেজএর চরিত্র কোন দিকটা তার কাজে সহযোগীতা যোগায়? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) ডাক্তার গোমেজের কার্যক্রমকে অনুসরণ করে আমরা কীভাবে সমাজের উন্নতি করতে পারি? বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪: ১. ক ২. খ ৩. খ

পাঠ-২.৫ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলাফল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ইতিবাচক দিক সম্পর্কে জানবেন।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে জানবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**উগ্রধর্মা, ঐক্য, অনাগ্রহ, অধ্যাত্মিক**

লুক ৬:১২-১৬

সেই সময়ে যীশু একদিন প্রার্থনা করতে কাছের পাহাড়টিতে গেলেন। তিনি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেই সারা রাত কাটালেন। তারপর সকাল হলে তাঁর শিষ্যদের তিনি কাছে ডাকলেন আর তাঁদের মধ্য থেকে বারজনকে বেছে নিলেন। এদের তিনি নাম দিলেন প্রেরিতদূত। এরা হলেন সিমোন, যীশু যাঁর নাম দিলেন পিতর, তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহন, ফিলিপ, বার্থলমেয়, মথি, টমাস, আলফেয়ের ছেলে যাকোব, উগ্রধর্মা বলে পরিচিত সিমোন, যাকোবের ছেলে যুদা, আর যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি পরে বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন।

অনুধ্যান ঃ যীশু বারোজন শিষ্যকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করেছেন। যীশুর মুক্তির কাজ ঠিক ভাবে পরিচালনা করতে তিনি তাঁর শিষ্যদের মনোনীত করেছেন। বারোজন শিষ্যের মধ্যেও ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল দেখা যায়।

ইতিবাচক ফলাফল ঃ

- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভিন্নতার কারণে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাহায্য পায়। যেমন যীশুর প্রত্যেকজন শিষ্য একে অন্যকে সাহায্য করেছিলেন।
- ব্যক্তিত্বের কারণে পরস্পরের কাছে প্রয়োজনীয় ও পরিপক্ব হয়ে ওঠে।
- ভিন্নতায় ঐক্য আসে এবং তাতে আমরা সবদিকেই (আধ্যাত্মিক, সামাজিক, পারিবারিক) সমৃদ্ধ হই।

নেতিবাচক ফলাফল ঃ

- ভিন্নতা অনেক সময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।
- ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ঠিকভাবে সনাক্ত করতে না পারলে আমরা ব্যক্তিকে অবমূল্যায়নও করতে পারি।
- যীশুর প্রত্যেক শিষ্যই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের অধিকারী ছিল।

মনে রাখি ঃ বৈচিত্র্যের মাঝে রয়েছে ঐক্য। তাই মানুষ এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করে।

শব্দটীকা ঃ উগ্র - উত্তেজক, রাগান্বিত, মনোনীত - নির্বাচিত

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**যীশুর শিষ্যদের চরিত্রের ভিন্নতা রয়েছে, ঠিক তেমনি আপনাদের পরস্পরের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে - তা একটি দলে আলোচনা করুন।**

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ফলাফল আনে ঐক্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। যীশুর শিষ্যদের মধ্যে কী ধরনের ভিন্নতা দেখা যায়?

ক) চরিত্র খ) চেহারা

গ) ব্যক্তিত্ব ঘ) প্রার্থনা।

২। যীশু তার শিষ্যদের কেন মনোনীত করেছিলেন

i. কথা বলতে ii. প্রার্থনা করতে iii. পরিচালনা করতে

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। যীশুর কোন শিষ্যটি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন?

ক) উগ্র - ধর্মা সিমোন খ) বার্থলমেয়

গ) টমাস ঘ) যুদা ইস্কারিয়োৎ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পান্না ও জুয়েল একই পরিবারের দুই সন্তান। পান্না খুবই ঈশ্বরভক্ত, অন্য দিকে জুয়েল তার বিপরীত। পান্নার কাজকর্ম খুব গোছানো, জুয়েল তার উল্টো। মা জুয়েলকে সব সময় তার এই অবস্থার জন্য বকা দেন, কিন্তু পান্না মাকে বোঝান যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। এক সময় ওরও পরিবর্তন হবে। আমরা জোর করে ওর পরিবর্তন ঘটাতে পারব না।

ক) ব্যক্তিত্বের ভিন্নতার কারণে অন্যের কী হয়?

খ) ব্যক্তিত্বের কারণে আমরা একে অন্যের কী হয়ে উঠি?

গ) পান্না তার মাকে কোন কথা বোঝানোর মধ্য দিয়ে জুয়েলকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে চেয়েছিল?

ঘ) পান্না ও জুয়েলের মধ্যকার পরিবর্তনটি যীশুর শিষ্যদের কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয় - ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫: ১. গ ২. গ ৩. ঘ

পাঠ-২.৬ মানুষের সাথে সম্পর্ক ও তার প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমাজের মৌলিক প্রয়োজন সম্পর্কে জানবেন।
- সুসম্পর্ক বজায় রাখতে জানবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সমঝোতা, নিয়ন্ত্রিত**

১ করিন্থীয় ১২:১২-২০

তুলনা ক'রে বলা যেতে পারে: আমাদের দেহ এক, অথচ তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের অঙ্গগুলি অনেক হয়েও সব-ক'টি মিলে এক দেহ-ই হয়। খ্রিষ্টও ঠিক তেমনি! কারণ এক-ই পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরা সকলেই দীক্ষাস্নাত হয়ে এক-ই দেহের অঙ্গ হয়ে উঠেছি – তা আমরা অইহুদী বা অনিহুদী, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ, যা-ই হই না কেন। এবং সেই এক-ই আত্মার উৎস থেকে আমাদের সকলকেই পান করতে দেওয়া হয়েছে। দেহ কেবলমাত্র একটি অঙ্গ নিয়ে নয়, অনেক অঙ্গ নিয়েই গঠিত। ধর, পা যদি বলত: "আমি যখন হাত নই, আমি তো দেহের অংশ নই!" তাতে সে কি আর দেহের অংশ থাকত না? তেমনি কান যদি বলত, "আমি যখন চোখ নই, আমি তো দেহের অংশ নই!" তাতেও সে কি আর দেহের অংশ থাকত না? গোটা দেহটা যদি শুধু একটা চোখই হত, তাহলে ঘ্রাণশক্তিই বা থাকত কোথায়? প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর কিন্তু নিজের ইচ্ছামতোই এক-একটি অঙ্গকে দেহের মধ্যে এক-একটি জায়গায় বসিয়ে দিয়েছেন। সমস্তই যদি একটি মাত্র অঙ্গ হত, তাহলে দেহটা কোথায় থাকত? আসলে কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক, তবে দেহ এক।

অনুধ্যান ঃ সমাজকে একটি সম্পূর্ণ শরীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গেরই প্রয়োজন রয়েছে। একটি অঙ্গের কাজ অন্য অঙ্গ করতে পারে না। ঠিক তেমনি সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই একে অন্যের কাছে প্রয়োজনীয়। আমি একা কখনো পূর্ণ নই। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে এক ঈশ্বর হয়। একটি সমাজে শুধু কতগুলো পরিবার থাকলেই চলবে না। পরিবারের সাথে প্রত্যেকটি সমাজে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান যেমন - স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, উপাসনালয় প্রয়োজন। কোন একটা ছাড়াই সমাজ সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, দক্ষ-অদক্ষ সকল ব্যক্তিই সমাজের একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্বয়ং যীশু খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টীয় সমাজের মস্তক। আমাদের খ্রিষ্টমণ্ডলীর সব কাজকর্ম তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। অনেক সময় সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে বা বিষয়ের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে, তবে আমাদের উচিত একজন খ্রিষ্টভক্ত হিসেবে এই নষ্ট সময়ের অবস্থা থেকে উঠে আসা। সত্যিকার অর্থে আমাদের অর্জিত শিক্ষা-দীক্ষা ও দক্ষতার সার্থকতা প্রকাশ পায় সমাজের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ও সমঝোতাপূর্ণ জীবন যাপন করার মধ্যে।

মনে রাখি ঃ খ্রিষ্টমণ্ডলীর সমাজবদ্ধতায় খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিশেষ দিক প্রকাশ করে।

শব্দটীকা ঃ অঙ্গ- শরীর, ঘ্রাণশক্তি- গন্ধশক্তি

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার প্রতিবেশির সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন - একটু ধ্যান করুন।**

সারসংক্ষেপ

পরিবারে, সমাজে প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগের অনেক প্রয়োজন রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানুষ কেন একা বাস করতে পারে না?

ক) কথা বলার জন্য খ) সমাজ তৈরির জন্য

গ) পরিবার গঠনের জন্য ঘ) পৃথিবীর জন্য।

২। সমাজকে তুলনা করা হয় -

i. বৃত্ত ii. শরীর iii. পৃথিবী

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। সত্যিকার অর্থে শিক্ষাদীক্ষা কী প্রকাশ করে?

ক) সহযোগিতা খ) সমঝোতা পূর্ণ জীবন

গ) সার্থক জীবন ঘ) দক্ষ জীবন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রিতার কাকা সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি সমাজের অনেকের উপকার করেন। কিন্তু নিজ বাড়িতে তিনি সকলের সাথে খারাপ আচরণ করেন। একদিন রিতা সাহস করে তার কাকাকে যুক্তি দিয়ে বোঝালো যে, সমাজ জীবনে সমাজের সাথে সাথে পরিবারও একটি বিশেষ অংশ। রিতার মতো ছোট মানুষটির কাছ থেকে তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন।

ক) কয় ব্যক্তিতে এক ঈশ্বর?

খ) সমাজে বাস করতে হলে কী কী বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়?

গ) রিতার কাকার আচরণ সমাজের সাথে সাথে পরিবারেও কেমন হওয়া উচিত ছিল?

ঘ) রিতার কাকার মন পরিবর্তনে রিতার মতো আমরাও কীভাবে অন্য মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারি- ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬: ১. খ ২. খ ৩. খ

পাঠ-২.৭ সুসম্পর্ক রক্ষার উপায়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে জানবেন।
- সুসম্পর্ক সম্পর্কে জানবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**মঙ্গলসমাচার, সহনশীলতা**

ফিলেমন ১:৮-২০

তাই, তোমার কোন্ ব্যপারে কী করা উচিত, সে বিষয়ে তোমাকে আদেশ দেবার মতো যথেষ্ট সাহস খ্রীষ্টের আপনজন হিসেবে যদিও আমার আছে, তবুও তোমার ওই ভালোবাসার খাতিরে আমি বরং তোমার কাছে আবেদনই জানাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি, এই বৃদ্ধ পল, খ্রীষ্ট যীশুর জন্যে এখন বন্দী-হয়ে-থাকা এই আমিই তোমার কাছে আবেদন জানাচ্ছি আমার এক সন্তানের জন্যে, সেই অনেসিমেরই জন্যে, আমার এই বন্দিদশার দিনে আমি ধর্মসূত্রে যার পিতা হয়ে উঠেছি। বলতে গেলে সে তো আগে তোমার কোন কাজেই লাগত না, কিন্তু এখন সে সত্যিই কাজের হয়ে উঠেছে তোমার আর আমার, দু'জনেরই। তাকে আমি তোমার কাছে ফেরত পাঠাচ্ছি - যেন আমার নিজের প্রাণই পাঠাচ্ছি আমি। ইচ্ছা ছিল, আমি তাকে আমার কাছে রাখব, যাতে, মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য আমি এই যে বন্দী হয়ে আছি, আমার এই বন্দিদশার দিনে সে যেন তোমার হয়েই আমার সেবা করে। কিন্তু তোমার অনুমতি ছাড়া এ ব্যাপারে কিছুই করতে চাই না আমি ! আমি চাই, তুমি যেন বাধ্য হয়ে নয়, বরং নিজের ইচ্ছাতেই আমার এই উপকারটুকু করতে পার। হয় তো এইজন্যেই তাকে কিছু দিনের জন্যে তোমার কাছ থেকে দূরে রাখা হয়েছিল, যাতে তুমি চিরদিনের জন্যেই তাকে আবার কাছে ফিরে পেতে পার, তবে ক্রীতদাস ব'লে আর নয়, বরং ক্রীতদাসের চেয়ে অনেক বড়-কিছু, অর্থাৎ তোমার স্নেহের ভাই ব'লে! সে তো আমার কাছে এখন পরম প্রিয়জন; তোমার কাছে সে আরও কতই না প্রিয় হয়ে উঠবে, মানুষ হিসেবে আর খ্রিষ্টান হিসেবে, দু'দিক থেকেই। তুমি যদি মনে কর যে, সত্যিই তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, তাহলে আমি গেলে তুমি আমাকে যে ভাবে গ্রহণ করতে, তাকেও সেই ভাবেই গ্রহণ কর! সে যদি তোমার কোন ক্ষতি ক'রে থাকে, কিংবা তার যদি তোমার কাছে কোন ঋণ থাকে, সেটা আমার দেনা ব'লেই ধরে নাও। আমি, পল, নিজের হাতেই এই কথা লিখছি: আমি নিজেই সব-কিছু শোধ ক'রে দেব। (এখন না-ই বা বললাম, আমার কাছে তোমার নিজের ঋণ তুমি নিজেই!) সুতরাং, ভাই, প্রভুর কথা ভেবে তুমি যে আমার এ উপকারটুকু করবে, সেই আশা নিয়েই রইলাম। খ্রীষ্টের কথা ভেবেই আমার প্রাণ জুড়িয়ে দাও তুমি !

অনুধ্যান ঃ সামাজিক জীবন মানুষের জন্য কোন আনুষঙ্গিক ব্যাপ্যার নয়। অপরের সাথে তার সবকিছু আদান-প্রদান, পারস্পরিক সেবা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংলাপের মধ্য দিয়ে মানুষ তার সকল প্রতিভার বিকাশ ঘটায় এবং লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। সমাজের মানুষকে সব পরিস্থিতিতে সহযোগিতা করা ও তাদের প্রতি সহমর্মিতার মনোভাব প্রকাশ করা এবং সম্পর্ক রক্ষার জন্য পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা থাকা প্রয়োজন। সম্পর্কের জন্য ন্যায্যতা একান্ত অপরিহার্য। নিজের ও অন্যের স্বাধীনতা স্বীকার করা, সম্পর্ক রক্ষা করার সবচেয়ে বড় বিষয়। যীশুও একটি সমাজে বড় হয়েছেন। ইহুদি সমাজে তিনি শৈশব, কৈশোর, যৌবন কাটিয়েছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁকে আমরা এত শ্রদ্ধা করি, কারণ তিনি বড় হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। যীশু শত্রুকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। আমাদের সকল খ্রিষ্ট বিশ্বাসীদেরও ক্ষমা ও ত্যাগস্বীকার করার মনোভাব থাকা দরকার।

মনে রাখি ঃ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে যীশুই আমাদের গুরু ও পথ প্রদর্শক।

শব্দটীকা ঃ ক্রীতদাস - যে মানুষ টাকার বিনিময়ে কাজ করে (বিক্রি হয়)

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**আপনার শিক্ষার্থী বন্ধুদের সাথে কিভাবে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পারেন তা ব্যাখ্যা করুন।**

সারসংক্ষেপ

মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক তৈরি করাটা এক মহৎ গুণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্য কী?

ক) সমাজের উন্নতি খ) পরিবারের মঙ্গল

গ) পৃথিবীর উন্নতি ঘ) মানুষের মঙ্গল।

২। মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কী দরকার?

i. বিবেক ii. ভালোবাসা iii. ন্যায্যতা

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। যীশু কোন সমাজে শৈশব ও কৈশোর কাটিয়েছেন?

ক) খ্রিষ্টান সমাজে খ) ইহুদী সমাজে

গ) জেরুশালেম সমাজে ঘ) ইব্রীয় সমাজে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

লরেন্স ও আন্দ্রেয় দুই ভাই। তাদের জায়গা জমি নিয়ে সব সময় বিরোধ। তাদের পরিবারের সন্তান লিজা একদিন দুই ভাইকে ডেকে যীশুর কষ্টের কাহিনী শুনাল। তার পরেই লরেন্স ও আন্দ্রেয় নিজেদের ভুল বুঝতে পারল। তারা আর কখনোই যীশুর এই কষ্টের কাহিনীটি মনোযোগ দিয়ে শুনেনি।

ক) ন্যায্যতা মানে কি?

খ) যীশু কোন সমাজে জীবনযাপন করেছিলেন?

গ) লরেন্স ও আন্দ্রেয় তাদেরই সন্তানের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেলেন তার প্রকৃত ব্যাখ্যা কী ছিল?

ঘ) লিজার মতো সমাজে কোন কোন বিষয়ে আমাদেরও মনোযোগী হতে হবে - বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭: ১. ক ২. ঘ ৩. খ

পাঠ-২.৮ সেবা কাজে আত্মনিবেদন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- সমাজকে সেবা করতে জানবেন।
- প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথিবীর সেবা করতে জানবেন।

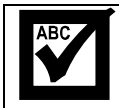 **মুখ্য শব্দ** (Key Words)	**আত্মনিয়োগ, সেবক**

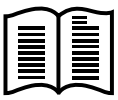

মথি ১৬:২৪-২৭

যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন: "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক! কেন না যার কাছে নিজের জীবন রক্ষা করাটা-ই বড় কথা, সে তা হারাবেই; এদিকে আমার জন্যে যে নিজের জীবন হারাবে, শেষে সে কিন্তু জীবন পেয়ে যাবেই। সারা জগৎকে পেয়ে কেউ যদি তার ফলে নিজের জীবনের সর্বনাশ ঘটিয়ে ফেলে, তাতে তার কীই বা লাভ হতে পারে? মানুষ তখন কোন মূল্যেই বা নিজের জীবন আবার ফিরে পেতে পারবে? কারণ মানবপুত্র তার পিতার মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে একদিন আসবে নিজের দূতবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে। যে যেমন কাজ করেছে, সে দিন সে তাকে সেই মতোই প্রতিদান দেবে।

অনুধ্যান ঃ "সকল অঙ্গের কাজ এক নয়।" সমাজে প্রত্যেকের নিজস্বতা রয়েছে। নিজ নিজ পথে থেকে আমরা নিজ নিজ সমাজের সেবায় আত্মনিবেদন করতে পারি। যীশুও তার শিষ্যদের এটাই বুঝাতে চেয়েছেন, যে যেরকম সেবা কাজে আত্মনিয়োগ করবে, যীশুও তাকে সেইভাবে পুরস্কার দিবেন। পুরোহিতদের সেবাকর্মের মাধ্যমে খ্রিষ্টভক্তদের আধ্যাত্মিক বলিদান খ্রিষ্টের বলিদানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমরা যেন প্রতিটি ক্ষেত্রে সেবা কার্যে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে উঠি। আমরা যেন সর্বদা নম্র ও ভদ্র আচরণ অন্যের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারি। নিজের জীবনে আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায় মণ্ডলীর সেবা কাজ করতে পারি। নিবেদিত সেবা কাজের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলেন মাদার তেরেজা । আমাদেরও সেবার ক্ষেত্র নির্ণয় করতে হবে। যেমন পরিবার - সেবার প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র। পরিবার থেকেই সেবা কাজ শুরু হয়। সমাজ পরিবারেরই একটি অংশ। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সেবা করি। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয়ে আমরা নিজেদের সেবা কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারি। মন্ডলীর কাজে নিজেদের নিবেদন করতে পারলেই আমরা হয়ে উঠব যীশুর শ্রেষ্ঠ সেবক।

মনে রাখি ঃ ঈশ্বরকে ভালোবেসে সমাজ, পরিবার ও পৃথিবীর সেবা করতে পারি।

শব্দটীকা ঃ অনুগামী - অনুসরণ করা

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**সমাজে আমরা কীভাবে অন্যের উপকারে আত্মনিয়োগ করতে পারি - তা আলোচনা করুন।**

সারসংক্ষেপ

সেবাই মানুষকে মানুষ করে তৈরি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কীভাবে সেবা পাচ্ছি?

ক) খাবার পেয়ে খ) আনন্দ থেকে

গ) বাবা-মা থেকে ঘ) প্রকৃতি থেকে।

২। সমাজে প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান আছে-

i. সেবার ii. সৃজনশিলতা iii. নিজস্বতা

কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

৩। যীশু শিষ্যদের কীভাবে তাঁর অনুগামী হতে বলেছেন?

ক) আত্মত্যাগ করে খ) চিন্তা করে

গ) প্রার্থনা করে ঘ) সেবা করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রাত্রি দশম শ্রেনির ছাত্রী। প্রতি শুক্রবার ছুটির দিনে সে যায় মাদার তেরেজার হাউজে- রোগীদের সেবা করতে। দুপুরের খাবারও খায় রোগীদের সাথে। এতে রোগীরা প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবার দিনটি অপেক্ষা করে থাকে, কখন রাত্রি আসবে।

ক) যাজকগণের কাজ কী?

খ) বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম লিখুন।

গ) রাত্রির জীবনের উদ্দেশ্য কী ছিল যা তাকে সাফল্য এনে দিয়েছে?

ঘ) রাত্রীর মত আমরাও কীভাবে সমাজের জন্য সেবা কাজ করতে পারি - ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮: ১. ঘ ২. ঘ ৩. ক

পাঠ-২.৯ খ্রিষ্টের আত্মদান ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- খ্রিষ্ট যীশুর কাজ সম্পর্কে জানবেন।
- সেবার প্রকৃত অর্থ জানবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**আত্মদান, প্রেরণ, শুচি**

যোহন ১৩:১-১৭

তখন নিস্তার-পর্ব শুরু হবে। যীশুর তো জানাই ছিল যে, এবার তাঁর সেই সময়টি এসে গেছে, যখন এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে তাঁকে চলে যেতে হবে। এই সংসারে রয়েছে যারা, সেই আপনজনদের তিনি তো বরাবরই ভালোবেসে এসেছেন। এবার তিনি কিন্তু তাদের প্রতি তাঁর সেই ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিলেন। সান্ধ্যভোজ তখন চলছে। শয়তান ইতোমধ্যেই সিমোনের ছেলে যুদা ইস্কারিয়োতের মনে যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার সঙ্কল্প জাগিয়ে দিয়েছিল। তবে যীশু ভালো ভাবেই জানতেন, পিতা তাঁরই হাতে সমস্ত কিছু তুলে দিয়েছেন। এ-ও তিনি জানতেন যে, ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছেন তিনি আর ঈশ্বরের কছেই ফিরে যাচ্ছেন। "তিনি তখন খাওয়ার আসন থেকে উঠে গায়ের জামাটা খুলে রাখলেন এবং একটা গামছা নিয়ে কোমরে জড়ালেন। তারপর একটা পাত্রে জল ঢেলে তিনি শিষ্যদের পা ধুয়ে দিতে আরম্ভ করলেন আর কোমরের গামছাটা দিয়ে তা মুছিয়ে দিতে লাগলেন। এইভাবে তিনি সিমোন পিতরের কাছে এলেন। কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন: "সে কি প্রভু, আপনি আমার পা ধুয়ে দিবেন?" যীশু তাঁকে উত্তর দিলেন: "আমি কী করছি, এখন অবশ্য তা বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।" পিতর তাঁকে বললেন: "না, আমার পা আপনি ধুয়ে দেবেন না, কক্ষনো না!" যীশু উত্তর দিলেন: "আমি যদি ধুয়ে না দিই, তাহলে আমার সঙ্গে কিন্তু তোমার কোন সম্পর্কই যে থাকে না!" সিমোন পিতর তাঁকে বললেন: ''প্রভু, তা হলে শুধু পা নয়, আমার হাত তার মাথাও আপনি ধুয়ে দিন! ''যীশু তখন তাঁকে "যে স্নান করেছে, শুধু পা ছাড়া তার আর কিছু ধোবার প্রয়োজন নেই; সর্বাঙ্গেই সে শুচি। তোমরাও তো শুচি ... কিন্তু সকলে নও!" তিনি অবশ্য জানতেন, কে তাঁকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে; তাই তিনি বললেন: "তোমরা সকলে শুচি নও!" তাঁদের পা ধুয়ে দেওয়ার পর তিনি গায়ের জামাটা পরে নিয়ে আবার খাওয়ার আসনে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি তাঁদের বললেন: "আমি এখন তোমাদের জন্যে কী করলাম, তোমরা কি তা বুঝতে পারছ? তোমরা তো আমাকে 'গুরু' বা 'প্রভু' ব'লে থাক - আর ঠিকই বল, আমি তো সত্যিই তাই। কাজেই প্রভু ও গুরু হয়েও আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদের পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। আমি তো এখন তোমাদের সামনে একটি আদর্শই তুলে ধরলাম; আমি তোমাদের জন্যে যেমনটি করলাম, আমি চাই, তোমরাও ঠিক তেমনটি করবে! আমি তোমাদের সত্যি-সত্যিই বলছি দাস, কখনো তার প্রভুর চেয়ে বড় হয় না; তেমনি যে-লোক কোথাও প্রেরিত, সেও কখনো তাঁর চেয়ে বড় হয় না, যিনি তাকে প্রেরণ করেছেন। এই কথা জেনে তোমরা যদি সেইমতোই কাজ ক'রে চল, তবে ধন্য হবে তোমরা!"

অনুধ্যান ঃ যীশুর গোটা জীবন মানুষের ভালোবাসায় ব্যয়িত হয়েছিল। মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত যে কোন ঘটনার বিশ্লেষণ করলে আমরা তার প্রমাণ পাই। তিনি শুধু নীতিগত শিক্ষাই দেননি বা আদর্শই প্রচার করেননি, তাঁর জীবনটাই ছিল ভালোবাসাপূর্ণ কাজের সমাবেশ। মানুষকে ভালোবেসেই তিনি বিভিন্ন স্থানে ও সর্বস্তরের মানুষের কাছে গিয়েছেন, তাদের প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য করেছেন। এমনকি মানুষের পাপের জন্য তিনি নিজের জীবন পর্যন্ত দান করেছেন। যীশু নিজে বাল্যকাল থেকে প্রত্যেকটি স্তরে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের কাজে আত্মদান করেছিলেন। মানুষের যে কোন

সাহায্যের জন্য তিনি সবসময় প্রস্তুত ছিলেন। মানুষের রোগ থেকে মুক্তি, দরিদ্র ও ক্ষমাহীনদের পক্ষে আশার বাণী শুনিয়েছেন। শেষভোজে যীশু সেবার ও ভালোবাসার চরম নিদর্শন দেখালেন নিজ দেহ ও রক্তদানে। যীশু তাঁর মেষদের জন্য নিজ জীবন দান করেছেন। তাঁর আত্মদান মানুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সংযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করেছে। শেষভোজে নিজ হাতে শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়ে নম্রতা ও সেবার আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং আমাদের আদেশ দিয়েছেন ঠিক সেইভাবে মানুষের সেবা করতে। প্রভু যীশুর বিনম্র সেবার আদর্শ আমাদের কাছে দাবি করে যেন আমরা পরস্পরের দুঃখ-কষ্টে অংশ নিয়ে পরস্পরের পা ধোয়ানোর কাজ করতে পারি। যীশুর জীবনের মাহাত্ম হলো মানুষের জন্য আত্মদান। এই প্রেমপূর্ণ আত্মদানের মাধ্যমেই তিনি মানুষকে স্বার্থপরতা, লোভ, হিংসা, অহংকারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে প্রেমনীতিতে পরস্পরকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন।

খ্রিষ্টমণ্ডলীর মস্তক হলেন যীশু। তিনি সর্বদাই আমাদের সাথে রয়েছেন। যতবার আমরা পবিত্র খ্রিষ্টপ্রসাদ বা প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করি ততবারই আমরা যীশুকে আমাদের হৃদয়ে গ্রহণ করি। তিনি আমাদের মধ্যে আসেন এবং তাঁর জীবন আমাদের দান করেন। ঐশবাণীর মধ্য দিয়েও যীশু নিজেকে দান করেন।

মনে রাখি ঃ যীশুর পবিত্র বাণীর মধ্য দিয়ে আমরা যীশুরই মতো আত্মদানের কথা ভাবি।

শব্দটীকা ঃ শুচি- পবিত্র, প্রেরণা- পাঠানো

অ্যাক্টিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	**পৃথিবীর মানুষের পাপের জন্য যীশু যে আত্মদান করেছেন, তা দলে আলোচনা করুন।**

সারসংক্ষেপ

পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিশ্বাসী আত্মদানের - একটি পথ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সেবা শব্দের অর্থ কী?

i. ভালোবাসা ii. জীবন দেয়া iii. আশ্রয় দেয়া

কোন্‌টি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। আমরা আপনজনদের-

ক) ভালোবাসি খ) শ্রদ্ধা করি

গ) কথা শুনি ঘ) ঝগড়া করি।

৩। আমরা কী দিয়ে আত্মদানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরব?

ক) বাণী দিয়ে খ) আশার কথা দিয়ে

গ) আদর দিয়ে ঘ) ক্ষমা করে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মি: যোসেফ তার মেয়ে পূজাকে নিয়ে খুলনা যাচ্ছিলেন বিয়ের নিমন্ত্রণে। বাসে এক বৃদ্ধা খুব অসুস্থ হওয়ায় ঢাকা খুলনার মাঝে একটি হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলো, তাদের আর বিয়ে বাড়িতে যাওয়া হলো না। ফিরে এলেন ঢাকায়।

ক) যীশু কীসের জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন?

খ) যীশু কেন শিষ্যদের পা ধুয়ে দিয়েছিলেন?

গ) পূজা ও তার পিতা কিভাবে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছিলেন, ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) মি: যোসেফ তার পরিবারকে কেমন শিক্ষা দিলেন, যা আমরা আমাদের পরিবারেও প্রয়োগ করতে পারি - বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৯: ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ

উত্তরমালা: ইউনিট-২

পাঠের নাম			
পাঠ-১	১) গ	২) গ	৩) ক
পাঠ-২	১) ঘ	২) গ	৩) ক
পাঠ-৩	১) ঘ	২) খ	৩) ক
পাঠ-৪	১) ক	২) খ	৩) খ
পাঠ-৫	১) গ	২) গ	৩) ঘ
পাঠ-৬	১) খ	২) খ	৩) খ
পাঠ-৭	১) ক	২) ঘ	৩) খ
পাঠ-৮	১) ঘ	২) ঘ	৩) ক
পাঠ-৯	১) ঘ	২) ক	৩) ঘ